মেঘনা বুলেটিন

নভেম্বর, ২০২১; সংখ্যা-৪৪

নিজের মেয়েকে বাল্য বিয়ে দেবেন না, রেডিও মেঘনায় এমনটাই বলেন নাজমা বেগম

নাজমা বেগম (৩৫) চরফ্যাসনের চর নাজিমুদ্দিন এলাকার বাসিন্দা। দুই সন্তানে জননী সে। তার সাথে কথা বলে জানা যায়, পড়ালেখা করার ইচ্ছা থাকলেও মা-বাবা তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়। মূলত বাল্য বিয়ে। বিয়ের পরপরই প্রথম সন্তান ও তার দু'বছর পর দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেন। অপরিণত বয়সে দুটি সন্তানের মা হওয়ায় তার শারীরিক নানান সমস্যা দেখা দেয়। বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তখন, যখন থেকে তিনি রেডিও মেঘনায় বাল্য বিয়ের কুফল, এর ক্ষতিকর দিক, সমস্যা এবং করণীয় কী এ বিষয়ে অনুষ্ঠান শুনার পর।

এখন তার মেয়ে নবম শ্রেণীতে পড়ে। সামাজিক রীতিমত মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাবও আসে প্রায়। কিন্তু নাজমা বেগম এখন একদমই অনড়। তার স্বপ্ন এখন তার মেয়েকে নিয়ে। তিনি চান না বাল্য বিয়ের কারণে তার যে সমস্যা হয়েছে তা তার মেয়ের ক্ষেত্রে না হোক। তিনি বলেন, 'আমার যতই কষ্ট হোক আমার মেয়েকে আমি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবো, যত ভালো ঘরেই বিয়ে আসুক আমার সিদ্ধান্ত অনড়'। তার মেয়ে লিপি আক্তারও বাল্য বিয়ের প্রস্তাবে কখনোই রাজি হবে না বলে জানান। লিপি বলেন, 'একজন মা বা অভিভাবক চাইলেই পারে তার মেয়ের অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকতে। মেয়ের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে।' নাজমা ও লিপি মা-মেয়ের একই কথা শুধু লিপি নয় সকল লিপিই বাল্য বিয়ে মুক্ত জীবন সাজাক। রেডিও মেঘনার মাধ্যমে চরফ্যাসন বাসিকে এমনটাই আহ্বান জানান তারা।

আমাদের সম্পর্কে

রেডিও মেঘনা (উপকূলের কণ্ঠস্বর) কোস্ট ফাউন্ডেশন এর একটি কমিউনিটি রেডিও। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার প্রান্তিক মানুষের জীবন-মান উন্নয়নের জন্য কাজ করে। এটি উপকূলীয় দ্বীপ ভোলার চরফ্যাসন উপজেলায় ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করে। রেডিও মেঘনা বৈধ অধিকারের দাবি, সমাজে বৈষম্য দূরীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকবেলা ও পরিবেশ সুরক্ষা, মৎস্য, কৃষি, লিঙ্গীয় সমতা ও শিক্ষাখাতে সামাজিক, সংস্কৃতিক ও গ্রামীণ উন্নয়নে উৎসাহী করা এবং জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র কণ্ঠস্বর বাড়াতে কাজ করে।

রেডিও অনুষ্ঠান শুনে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন হোসনে আরা ও তার মেয়ে

করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ সকল বিশেষজ্ঞগণ হাত পরিষ্কার এবং মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় চরফ্যাসনে কমিউনিটি রেডিও 'রেডিও মেঘনা' বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতিতে সরাসরি সচেতনতামূলক আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এ অনুষ্ঠান শুনে সচেতন হয়েছেন চরফ্যাসন ১নং ওয়ার্ডের হোসনে আরা (ছদ্মনাম)। দীর্ঘ সময় পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিলে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর শিক্ষক ও অভিভাবক গণ। এমনটাই দেখা যায় হোসনে আরা'র ক্ষেত্রে।

তার সাথে সাক্ষাৎ কালে দেখা যায় মেয়েকে মাস্ক পরিয়ে বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। করোনা অতিমারিতে শিশুদের মানসিক বিকাশ ও অভিবাবকদের ভূমিকা বিষয়ক অনুষ্ঠান 'স্বাস্থ্যই সুখ' শুনে তার সন্তানকে সময় দেওয়া এবং সঠিক নিয়মে মাস্ক পরার অভ্যাস গড়ে তুলেছেন বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়েছে ২৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. অমিতাভ দে। উপস্থাপনায় ছিলেন জেসমিন তালুকদার।

বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে দুর্গম চরাঞ্চলের কন্যা শিশুরা, ঝরে পড়ছে শিক্ষা থেকে

দ্বীপ জেলা ভোলার চরফ্যাশনের অধীনে জনবসতিপূর্ণ চর ফকিরা, চর কুকরি মুকরি, চর পাতিলা, চর লিউলিনসহ ছোট-বড় প্রায় ১১টি চর মূল ভূখন্ড থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এই দুর্গম চরাঞ্চলে পারিবারিক অস্বচ্ছলতা ও অসচেতনতার কারণে বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে কন্যা শিশুরা এবং মাধ্যমিক তো দূরের কথা প্রাথমিকেই ঝরে পড়ছে কোমলমতি কিশোরী শিক্ষার্থীরা।

খেজুর গাছিয়া এলাকায় বাল্যবিবাহের শিকার কিশোরী আকলিমাও বুমার সাথে কথা বলে জানা যায়, পরিবারে অভাবের কারণে লেখাপড়ার ইচ্ছা থাকা সত্বেও বাল্যবিবাহ করতে হয়েছে তাদের। নিজেদের স্বপ্ন অপূর্ণ রেখেই জীবনযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছেন। অভিবাবক ফারুক মিয়া জানান, জেলে ও কৃষি পেশা দিয়ে সংসার খরচ চলাতে অনেক কষ্ট। পরিবারের আর্থিক অভাবের কারণে লেখাপড়া না করিয়ে বাল্যবিবাহ অপরাধ যেনেও কিশোরীদের অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। চর কলমি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দিন বলেন, করোনাকালীন সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বাল্যবিবাহের সংখ্যাটা বেড়েছে। ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেনীর অনেক মেয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়েছে। মেয়েদের পাশাপাশি ছেলে শিশুরাও জড়িয়ে পড়েছে শিশু শ্রমে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো: মহিউদ্দিন জানান, বর্তমান সরকারের নানান অনুদানের জন্য শিক্ষার মান বেড়েছে। তবে চরাঞ্চলের আর্থিক অস্বচ্ছলতা নদী ভাঙ্গন ও করোনা কালীন সময়ে বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি সাথে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়েছে। নারী শিক্ষা সচল করাসহ বাল্যবিবাহ যাতে বন্ধ হয় সেইজন্য সর্বদা তৎপর আছেন।

চরফ্যাসন থানার উপ-পরিদর্শক ইয়াসিন পাইক জানান, আগের থেকে বাল্যবিবাহের হার কম এবং শিক্ষার মানও ভালো কিন্তু মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলের মানুষেরা অসচেতনতার জন্য বাল্যবিবাহ দেয়। তবে কোথাও কোনো বাল্যবিবাহ হওয়া ঘটনা ঘটলে উপজেলা প্রশাসন থেকে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

যোগাযোগ:

উম্মে নিশি,
সহকারি স্টেশন ম্যানেজার,
রেডিও মেঘনা, কুলসুমবাগ, চরফ্যাসন, ভোলা
ফোন: ০১৭০৮ ১২০৩৯০

manager@radiomeghna.net
/radiomeghna99.0
/radiomeghna.net